International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-III, November 2015, Page No. 01-16
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

সাধারণ অতীত : বাংলা ব্যাকরণে ও বাস্তব জীবনে

Dr. Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The present paper is a linguistic analysis of the simple past tense (sādhāraṇ atīt) according to the traditional nomenclature) in Bengali. The study of tense forms in traditional Bengali grammar has mainly been confined to the morphological level. The semantic significance of different tense forms has never been studied in a systematic way. There is a great discrepancy in the tense system as has been defined in traditional Bengali grammar and as it functions in real life. We have chosen one tense form viz. simple past (sādhāraṇ atīt) to highlight this discrepancy. In this study we have illustrated various uses of this tense form which have been completely ignored by traditional grammarians. Having demonstrated the different past and non-past use of this verb form, we have established that the unifying factor is the aspectual nature of this tense form. We have highlighted the importance of aspect of verb, the study of which had not been taken up by the traditional grammar.

Key Words: Traditional grammar, Past tense, Past use, Non-past use, Aspect.

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়ার কালের আলোচনা মূলত রূপতত্ত্বের স্তরে সীমাবদ্ধ। আর্থস্তরে বিভিন্ন কালরূপের বর্ণনায় অনেকসময় অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। বহুক্ষেত্রে মূলত প্রাথমিক প্রয়োগটির (primary usage) প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। বাস্তব জীবনে আমরা এইসব ক্রিয়ারূপের ব্যবহারের আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাই— ব্যাকরণে যা অনুক্ত থেকে গেছে। প্রাথমিক প্রয়োগের ক্ষেত্রটিও সবসময় সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত হয় নি। কোন কালরূপের প্রয়োগের কি শর্ত প্রযোজ্য তা অনেকক্ষেত্রে আরও বিস্তারিতভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন। এই নিবন্ধে আমরা আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি একটি কালরূপ: সাধারণ বা নিত্য অতীত।

বিশ্লেষণপদ্ধতি : প্রথমে আমরা দেখে নেব প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সাধারণ অতীতের কি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেখতে হবে এই কালরূপের প্রয়োগের কি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আমরা এই কালরূপের প্রয়োগের বিভিন্ন নমুনাবাক্য সংগ্রহ করেছি। আমরা দেখব ব্যাকরণে সাধারণ অতীতের বর্ণনার সঙ্গে বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ সবক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। অসঙ্গতি থাকলে আমরা তার বিশ্লেষণ করব । আমরা দেখার চেষ্টা করব যে প্রথাগত বৈয়াকরণদের বক্তব্যের গভীরতর পাঠের মধ্য দিয়ে আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগের ব্যাখ্যা করা যায় কিনা—অর্থাৎ ব্যাকরণে বর্ণিত প্রাথমিক প্রয়োগের সঙ্গে কোন যোগসূত্রের ভিত্তিতে ওই আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগকে গৌণ (secondary) বা সম্প্রসারিত (extended) প্রয়োগ বলে চিহ্নিত করা যায় কিনা। সেইসঙ্গে আমাদের বিচার্য বৈয়াকরণদের দ্বারা আরোপিত সব শর্ত অপরিহার্য কিনা, নূতন কোন শর্ত সংযোজন করা আবশ্যক কিনা। বৈয়াকরণদের বর্ণনা পর্যালোচনা করে যদি কোন অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে তাহলে আমরা স্পষ্টতর ব্যাখ্যা দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করব।

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সাধারণ বা নিত্য অতীত:

আমরা আলোচনার সূত্রপাত করব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিয়ে।

যে ঘটনা কোনও অনির্দিষ্ট অতীত কালে হইয়াছে, তাহার জন্য এই "-ইল"- প্রত্যয়-যুক্ত সাধারণ অতীত প্রযুক্ত হয়। এই অতীতের একটী পুরাতন নাম "অদ্যতনী"। উদাহরণ, যথা— "রাম বনগমন করিলেন ; অর্জুন তখন শরসন্ধান করিলেন ; আলেক্সান্দর পারস্য-সম্রাট দারয়বহুষকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন"। কোনও ঘটনার সাঙ্গ বা সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার কথা এই অতীত প্রকাশ করে বলিয়া, ইংরেজীর Historical Past–এর অনুকরণে, বাঙ্গালাতে ইহাকে "ঐতিহাসিক অতীত"-ও বলা হয়। কখনও-কখনও নিত্য-অতীত ক্রিয়া, ' এইমাত্র ঘটিল ' এই ভাব প্রকাশ করে। [১]

এই কালকে ইংরাজির Simple Past কালরূপের প্রতিরূপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২]

এই সংজ্ঞাটিকে তিনটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে : ক) কালগত অবস্থান খ) কালগত দূরত্ব গ) প্রকারগত বৈশিষ্ট্য।

ক) কালগত অবস্থান : অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ—কালের এই ত্রিস্তরীয় বিভাজনের কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। আধুনিক ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ক্রিয়ার কালরূপ (tense form) বিবৃতিমুহূর্তের (moment of speech) পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার অবস্থান নির্দেশ করে। বিবৃতিমুহূর্তের পূর্ববর্তী, সমকালীন ও পরবর্তী পর্বকে যথাক্রমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের আলোচ্য কালরূপের এই সংজ্ঞা অনুসারে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত (moment of action) বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে হতে হবে, বিবৃতিমুহূর্তে বা তার পরে হবে না।

খ) কালগত দূরত্ব : ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে বা পরে হলে প্রশ্ন আসে সংশ্লিষ্ট কালরূপ দুটি মুহূর্তের কালগত দূরত্ব সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দিচ্ছে কিনা। পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে সাধারণ অতীত উক্ত দুই মুহূর্তের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কোন ইঙ্গিত দেয় না। এই কালরূপের দ্বারা চিহ্নিত ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের অতি নিকটে হতে পারে, আবার বহুদূরেও হতে পারে। সাধারণ অতীতের প্রয়োগের জন্য কালগত দূরত্বের কোন শর্ত নেই।

গ) প্রকারগত বৈশিষ্ট্য : প্রথাগত ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে সাধারণ অতীত সম্পূর্ণ সমাপ্ত একক ঘটনা নির্দেশ করে। এটি এই ক্রিয়ারূপের প্রকারগত বৈশিষ্ট্য।

ক্রিয়ার "প্রকার" প্রসঙ্গটি প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সম্পূর্ণ অনালোচিত। বিভিন্ন সমাপিকা ক্রিয়ারূপের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় ক্রিয়ার কালগত অবস্থান অনুসারে। কিন্তু প্রাথমিক পাঠেই দেখা যায় বিভিন্ন ক্রিয়ারূপ কেবলমাত্র কালগত অবস্থানই নির্দেশ করে না, তারও অতিরিক্ত কোন বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেয়। যেমন ঘটনাটি সমাপ্ত না অসমাপ্ত, একক না পৌনঃপৌনিক ইত্যাদি। আমরা দেখি এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন শ্রেণির অভ্যন্তরে উপশ্রেণিবিন্যাস করা হয়। যেমন ঘটমান অতীত, ঘটমান বর্তমান এবং ঘটমান ভবিষ্যৎ বা ইংরাজির past continuous, present continuous, future continuous ভিন্ন ভিন্ন কালশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যায় : প্রত্যেকটি ক্রিয়ারূপই কোন মুহূর্তে অসমাপ্ত ঘটনা নির্দেশ করছে। একই ঐক্য দেখা যায় পুরাঘটিত অতীত, পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বা past perfect, present perfect, future perfect এই ক্রিয়ারূপগুলির মধ্যেও। এই সব উপশ্রেণিবিন্যাসের সূত্র প্রথাগত ব্যাকরণে নির্দেশ করা হয় নি। এই ঐক্যের ভিত্তিকেই আধুনিক ব্যাকরণে Aspect বলে অভিহিত করা হয়েছে। Aspect এর আলোচনা আধুনিক ইংরাজি ব্যাকরণগ্রন্থে স্থান পেয়েছে কিন্তু আরো পরে সৃষ্ট তার বাংলা প্রতিরূপ "প্রকার"-এর সঙ্গে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় নেই। যার ব্যাকরণের প্রথম পাঠ আছে তাঁরও "ক্রিয়ার কাল" সম্বন্ধ ধারণা আছে কিন্তু "ক্রিয়ার প্রকার" সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় না। বাংলায় প্রকাশিত সাম্প্রতিকতম ব্যাকরণগ্রন্থগুলিতেও প্রকারের আলোচনা দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের এই নিবন্ধে দেখা যাবে সাধারণ অতীতের আলোচনায় এই প্রকারের গুরুত্বই সর্বাধিক।

এই Aspect বা প্রকারের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। কালের মত প্রকারের সর্বজনগ্রাহ্য শ্রেণিবিন্যাস নেই। Progressive/ Non-progressive, Habitual/Non-habitual ইত্যাদি নানা শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। আমরা সেই জটিলতায় প্রবেশ করব না। আমরা বেছে নেব প্রকারের তেমন শ্রেণিবিন্যাস যা আমাদের বিশ্লেষণের জন্য যথোপযুক্ত হবে।

বাংলার ক্রিয়ারূপকে আমাদের আলোচনার জন্য আমরা প্রধান দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করব : অসমাপ্তিদ্যোতক/সমাপ্তিদ্যোতক। প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সেইসব ক্রিয়ারূপ যারা নির্দেশ করে একটি মুহূর্তে অসম্পূর্ণ বা অসমাপ্ত একক ঘটনা (ঘটমান অতীত , ঘটমান বর্তমান, ঘটমান ভবিষ্যৎ) অথবা কোন পর্বে পুনরাবৃত্ত ঘটনা, যার শুরু এবং

শেষ জানা যায় না (নিত্যবৃত্ত অতীত, সাধারণ বর্তমান)। দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সেইসব ক্রিয়ারূপ যারা সম্পূর্ণ সমাপ্ত ঘটনা নির্দেশ করে। প্রথাগত ব্যাকরণে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আমাদের আলোচ্য সাধারণ অতীত এই শ্রেণির অন্তর্গত। কিন্তু পুরাঘটিত কালরূপগুলিও (পুরাঘটিত অতীত, পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ) সমাপ্ত ঘটনা নির্দেশ করে। সুতরাং দেখতে হবে সমাপ্তিদ্যোতক সাধারণ অতীতের স্বাতন্ত্র্য কোথায়।

পুরাঘটিত ক্রিয়ারূপগুলি শুধুমাত্র সমাপ্তি নির্দেশ করে না, সেইসঙ্গে নির্দেশ করে নিষ্পন্ন ক্রিয়ার ফল—একইসঙ্গে ক্রিয়া (action অর্থে) এবং ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত অবস্থা (resulting state)। যখন বলা হচ্ছে "সে এসেছে" বা "সে এসেছিল" তখন কেবলমাত্র "আসা" ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথায় বলা হচ্ছে না সেইসঙ্গে নির্দেশ করা হচ্ছে ক্রিয়াসঞ্জাত অবস্থা— তার "উপস্থিতি"। সে উপস্থিত—প্রথম ক্ষেত্রে বর্তমান মুহূর্তে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোন অতীত মুহূর্ত। অন্যদিকে সাধারণ কেবলমাত্র ক্রিয়ার সমাপ্তি নির্দেশ করে। "সে এল" বললে শুধুমাত্র "আসা" ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নির্দেশ করা হয়, কোন মুহূর্তে উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির প্রতি কোন ইঙ্গিত করা হয় না। সাধারণ অতীতের প্রয়োগে ঘটনা প্রতীয়মান হয় একক অখণ্ডরূপে ; কালের অক্ষরেখায় ঘটনার রূপায়ণ হবে একটি বিন্দুর দ্বারা। সমাপ্তিদ্যোতক শ্রেণির অভ্যন্তরে সাধারণ অতীতকে অখণ্ডতাদ্যোতক বলে চিহ্নিত করা যায়।

এই কালরূপের কালগত বা প্রকারগত শর্ত নিয়ে এযাবৎ প্রশ্ন তোলা হয় নি। কিন্তু বিবৃতিমুহূর্ত থেকে ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের দূরত্বের প্রশ্নে মতান্তর দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই ক্রিয়ারূপকে "সদ্য অতীত" রূপে অভিহিত করেছেন।[৩] সংশ্লিষ্ট রচনাটি রূপতত্ত্বভিত্তিক, এই ক্রিয়ার আর্থ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা নেই। কোনও উদাহরণ দেওয়া হয় নি। রবীন্দ্রনাথ "সাধারণ অতীত" নামটির পরিবর্তে "সদ্য অতীত" নামটি ব্যবহার করেছেন—এর মধ্যেই এই কালগত দূরত্বের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত।।

অন্যদিকে ডিমক ইংরাজিভাষী বাংলাভাষার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমাদের আলোচ্য কালরূপের প্রয়োগের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৪]

The primary uses of the Simple Past are :

a. Connected narrative to describe a series of action in past time
b. To express action which has taken place in the immediate past.

এই নিবন্ধে আমরা এই প্রশ্নের নিরসন করব।

আলোচনা : আমরা এই নিবন্ধটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছি। যেহেতু শুরুতেই আমরা দেখেছি কালগত দূরত্বের প্রশ্নে মতান্তর রয়েছে তাই সর্বপ্রথম আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসা করব : সাধারণ অতীত কি অনির্দিষ্ট অতীত না নিকট অতীত? এরপর দুটি অংশে আমরা সাধারণ অতীতের কালগত ও ভাবগত প্রয়োগের আলোচনা করব। আমরা দেখব এই দুটি প্রয়োগের অপর দুটি শর্ত সবক্ষেত্রে পূরণ করা হয়েছে কিনা। কালগত প্রয়োগের অংশটি তিনটি উপপর্যায়ে বিভক্ত। উল্লেখ্য উক্ত দুই অংশে আলোচিত কালগত ও ভাবগত প্রয়োগ কিন্তু একটি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেটি হল "আছ্" ধাতু বা বলা যায় এই ধাতুনিষ্পন্ন সব ক্রিয়ারূপ। পূর্বোক্ত কালগত ও ভাবগত প্রয়োগের বিশ্লেষণের পর নিবন্ধের একটি অংশে ওই ব্যতিক্রমী ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের ব্যবহার নিয়ে আমরা স্বতন্ত্র আলোচনা করব।

সাধারণ অতীত : সদ্য অতীত অথবা অনির্দিষ্ট অতীত ?

এই প্রশ্নের নিরসন করতে হলে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে বর্ণনীয় বিষয়বস্তুর চরিত্র। আমাদের বর্ণনীয় কি এক বাক্যে বিবৃত কোন একক ঘটনা অথবা একাধিক বাক্যে গঠিত কোন ঘটনাশৃঙ্খল (chain of events) অর্থাৎ একটি আখ্যান?

প্রথম ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা চলে সাধারণ অতীত "সদ্য অতীত" নির্দেশ করে। বাক্যে বিবৃতিমুহূর্ত এবং ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের নৈকট্য নির্দেশক কোন কালবাচক শব্দ বা শব্দবন্ধের উপস্থিতির প্রয়োজন নেই ; কেবলমাত্র ক্রিয়ার কালরূপের প্রয়োগেই এই নৈকট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(১) বিমল বেড়িয়ে **গেল**।

(২) আমি সিনেমাটা **দেখলাম**।

(৩) তোমার চিঠি **পেলাম**।

(৪) প্রধানশিক্ষক **পদত্যাগ করলেন।**

যে কোন বঙ্গভাষী স্বতঃস্ফূর্ত ভাষাবোধ থেকে বলবেন যে উক্ত ঘটনাগুলি বিবৃতিমুহূর্তের অব্যবহিত পূর্বে ঘটেছে। শুধুমাত্র ক্রিয়ার কালরূপের ব্যবহার দেখেই এমন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। এখানে বলা দরকার এই কালগত ব্যবধানের ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে বক্তানির্ভর; এই দূরত্ব নির্দিষ্ট কোন গাণিতিক পরিমাপ নয়। এই কালরূপের প্রয়োগের তাৎপর্য এই নয় যে আক্ষরিক অর্থেই বিবৃতিমুহূর্তের কয়েক মুহূর্ত আগে উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটেছে। বিবৃতিমুহূর্ত ও ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের মধ্যবর্তী ব্যবধান গাণিতিক হিসাবে যাই হোক না, বক্তার দৃষ্টিতে তা সামান্য। বলা যেতে পারে

(৫) গতবছরই তো আমরা দার্জিলিং **গেলাম**।

এই ক্ষেত্রে বক্তার কাছে একবছরের ব্যবধান কিছুই নয়। বক্তার দিক থেকে কালগত নৈকট্যের অনুভূতিদ্যোতক শব্দ বা শব্দবন্ধের সঙ্গে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ স্বচ্ছন্দ ; যেমন : " এইমাত্র" "এক্ষুণি" "একটু আগে" সবে মাত্র" ইত্যাদি। উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে এই জাতীয় শব্দ বা শব্দবন্ধ অনায়াসে সংযোজন করা যেতে পারে।

(৫ক) এইমাত্র / এক্ষুণি / এই একটু আগে বিমল বেড়িয়ে **গেল**।

(৬ক) এই কয়েকদিন আগে/ কিছুদিন আগে আমি সিনেমাটা **দেখলাম**।

(৭ক) এক্ষুণি / এই সবে তোমার চিঠি **পেলাম**।

(৮ক) মাত্র কয়েকদিন আগে প্রধানশিক্ষক **পদত্যাগ করলেন।**

অন্যদিকে বক্তার দিক থেকে কালগত দূরত্বের অনুভূতিদ্যোতক শব্দ বা শব্দবন্ধের সঙ্গে সাধারণ অতীতের সহাবস্থান ব্যাকরণসম্মত নয় ; যেমন "অনেকদিন আগে" "বহু আগে" "সেই কবে"। এই জাতীয় শব্দ বা শব্দবন্ধ সংযোজন করলে পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ হবে।

(৫খ) * অনেকক্ষণ আগে / সেই কখন বিমল **বেড়িয়ে গেল**।

(৬খ) * সেই কবে আমি সিনেমাটা **দেখলাম**।

(৭খ) * অনেকদিন আগে তোমার চিঠি **পেলাম**।

(৮খ) * বহুদিন আগে/ বহুকাল আগে / সেই কবে প্রধানশিক্ষক **পদত্যাগ করলেন**।

এবার আমরা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়প্রদত্ত ঐতিহাসিক অতীত বা Historical past এর উদাহরণবাক্যগুলি পর্যালোচনা করব। পূর্বোক্ত বাক্যগুলির ব্যাকরণগত শুদ্ধতা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্য বাক্যগুলির প্রয়োগ ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত কালরূপের প্রয়োগ বিসদৃশ লাগে। বক্তার উদ্দেশ্য একক কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দেওয়া ; সাধারণ অতীতের ব্যবহার এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের কাছে দারয়বহুষের পরাজয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে যে কোন বঙ্গভাষী বলবেন :

(৯) আলেক্সান্দর পারস্য-সম্রাট দারয়বহুষকে যুদ্ধে পরাজিত **করেন।**

অথবা

(৯ক) আলেক্সান্দর পারস্য-সম্রাট দারয়বহুষকে যুদ্ধে পরাজিত **করেছিলেন।**

এই ক্ষেত্রে সাধারণ বর্তমান অথবা পুরাঘটিত অতীতের প্রয়োগই রীতিসম্মত। চিরন্তন সত্যনির্দেশক সাধারণ বর্তমানের ব্যবহার এই ব্যঞ্জনা বহন করে যে অনুষ্ঠিত ঘটনাটি চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে রইল। অন্যদিকে ঘটনার অতীত কালে অবস্থান সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যদি বক্তার উদ্দেশ্য হয় তখন পুরাঘটিত অতীতের প্রয়োগ হবে। সাধারণ অতীতের প্রয়োগ এইক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় কেননা তাহলে আলেক্সান্দরের নিকট দারয়বহুষের এই পরাজয়ের ঘটনাটি পাঠক বা শ্রোতার দৃষ্টিতে অব্যবহিত পূর্বে অনুষ্ঠিত ঘটনারূপেই প্রতীয়মান হবে। যদি এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে সদ্য অনুষ্ঠিত ঘটনারূপে উপস্থাপন করাই বক্তার উদ্দেশ্য হয় তখনই কেবল এই কালরূপের প্রয়োগ হবে। সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির বিবরণ এইভাবে দেওয়া হবে :

(১০) ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার **পান / পেয়েছিলেন।**

এখানে সাধারণ অতীতের রূপ "পেলেন"এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু ধরা যাক মালালার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কথা; যেদিন পুরস্কার ঘোষিত হয় তার পরদিন সংবাদ পত্রের শিরোনাম হতে পারে

(১১) শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার **পেলেন** মালালা।

আমাদের বক্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ মিলবে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা বা ক্যুইজে অথবা শিশুকিশোরদের উদ্দেশে রচিত সাধারণজ্ঞানের গ্রন্থে । প্রতিটি ক্ষেত্রেই একক ঐতিহাসিক ঘটনা নির্দেশ করার জন্য সাধারণ বর্তমান অথবা পুরাঘটিত অতীত এই দুই কালরূপের যে কোন একটির ব্যবহার করা হয়

(১২) কে টেলিফোন আবিষ্কার **করেন / করেছিলেন ?** গ্রাহাম বেল।
(১৩) বুদ্ধদেব কোথায় জন্মগ্রহণ **করেন / করেছিলেন** ? কপিলাবস্তুতে।
(১৪) হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কোন চিনা পরিব্রজক ভারতে **আসেন /এসেছিলেন** ? হিউয়েন সাঙ।
(১৫) কোন রাজকন্যা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে সিংহল **যান/গিয়েছিলেন?** সম্রাট অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা।
(১৬) কোন শিল্পী নিজের কান কেটে প্রেমিকাকে উপহার **দেন / দিয়েছিলেন** ? ভ্যান গগ।
(১৭) পলাশির যুদ্ধ কবে **হয়/ হয়েছিল?** ১৭৫৭ সালে।

এমন অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে উল্লিখিত কালরূপের পরিবর্তে সাধারণ অতীত ব্যবহার করলে বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ না হলেও আড়ষ্ট শোনায়। কোন প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় কেউ বলবেন না অথবা কোন সাধারণ জ্ঞানের গ্রন্থে লেখা থাকবে না :

(১২ক) * কে টেলিফোন আবিষ্কার **করলেন ?** গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার **করলেন**।
(১৩ক) * বুদ্ধদেব কোথায় জন্মগ্রহণ **করলেন** ? বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে জন্মগ্রহণ **করলেন** ।
(১৪ক) * হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কোন চিনা পরিব্রাজক ভারতে **এলেন ?** হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ ভারতে **এলেন।**
(১৫ক) * কোন রাজকন্যা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে সিংহল **গেলেন ?** সম্রাট অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে সিংহল **গেলেন**।
(১৬ক) * কোন শিল্পী নিজের কান কেটে প্রেমিকাকে উপহার **দিলেন ?** ভ্যান গগ নিজের কান কেটে প্রেমিকাকে উপহার **দিলেন** ।
(১৬ক) * পলাশির যুদ্ধ কবে **হল ?** ১৭৫৭ সালে এই যুদ্ধ **হল** ।

এমন অজস্র উদাহরণ দেখা যেতে পারে। বাস্তব জীবনে একক ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য সাধারণ অতীতের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মেলে না।

পক্ষান্তরে বর্ণনীয় বিষয় যদি একক ঘটনার পরিবর্তে ঘটনাক্রম হয়, তখন বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে স্থিত পরপর অনুষ্ঠিত সম্পূর্ণ ঘটনাগুলির প্রত্যেকটির জন্য সাধারণ অতীতের প্রয়োগই রীতিসম্মত। ঘটনাশৃঙ্খলে(chain of events)র ক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের প্রয়োগের পূর্বোল্লিখিত শর্তগুলির মধ্যে কালগত অবস্থান ও প্রকারগত বৈশিষ্ট্যের শর্তদুটি পূরণ করাই যথেষ্ঠ। বিবৃতিমুহূর্তের সঙ্গে কালগত নৈকট্যের শর্তটি পূরণ করা আবশ্যক নয়। তাই সুদূর অতীতে অবস্থান হলেও ঘটনাবলীর উপস্থাপনার জন্য পৌরাণিক কাহিনিতে বা ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই কালরূপেরই প্রয়োগ ঘটে।

পৌরাণিক কাহিনিতে সাধারণ অতীতের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত :

(১৭) অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন **শ্রবণ করিলেন** । অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক **প্রদক্ষিণ করিলেন** এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন **গ্রহণ করিলেন**। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ় প্রযত্নেও যে ধনু সজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমেষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা-রোপণপূর্বক পাঁচটি শর **গ্রহণ করিলেন** ; পরে ছিদ্রদ্বারে সেই অতি কষ্টবোধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত **করিলেন**।অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে **লাগিল**।দেবতারা মস্তোকপরি পুষ্পবর্ষণ **করিতে লাগিলেন** ।[৫]

ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাধারণ অতীতের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত :

(১৮) ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আজমীরে আকব্বরের মিলন **হইল** । পিতাপুত্র সৈন্য মিলাইয়া পর্বতমালার মধ্যে যেখানে তিনটি পথ খোলা, সে দিকে **আসিলেন**। এই তিনটি পথ, গিরিসঙ্কট। একটির নাম দোবারি; আর একটি দয়েলবারা; আর একটি পূর্ব্বকথিত নয়ন। দোবারিতে পৌঁছিলে পর, ঔরঙ্গজেব, আকব্বরকে ঐ পথে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া আগে আগে যাইতে অনুমতি করিয়া উদয়সাগর নামে বিখ্যাত সরোবরতীরে শিবির সংস্থাপনপূর্বক স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের চেষ্টা **করিলেন**।

শাহজাদা আকব্বর, পার্বত্য পথে উদয়পুরে প্রবেশ করিতে **চলিলেন**। জনপ্রাণী তাঁহার গতিরোধ **করিল না**। রাজপ্রাসাদমালা, উপবনশ্রেণী, সরোবর, তন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ সকল **দেখিলেন** , কিন্তু মনুষ্য মাত্র দেখিতে **পাইলেন না** ।[৬]

(১৯) উদয়াদিত্য বন্দিভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আনীত **হইলেন**। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অন্তঃপুরের কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ **করিলেন**। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া **উঠিল** , অনিবার্য ঘৃণায় তাঁহার সর্বশরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া **আসিল**—তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে **পারিলেন না**। প্রতাপাদিত্য গম্ভীর স্বরে **কহিলেন**, 'কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত? 'উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে **কহিলেন**, 'আপনি যাহা আদেশ করেন।'প্রতাপাদিত্য **কহিলেন**, 'তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।'[৭]

সাধারণ অতীতের এই প্রয়োগ শুধুমাত্র পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সবধরণের উপন্যাসে, বড় গল্পে, ছোট গল্পে, এমনকি দৈনন্দিন সংলাপে ঘটনাক্রম উপস্থাপনের জন্য সাধারণ অতীতের ব্যবহার হয়। এই প্রয়োগ সাধারণভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যেরই রীতি—অন্তত প্রাক আধুনিক যুগে এই কালরূপের প্রয়োগই প্রচলিত রীতি ছিল। আধুনিক সাহিত্যে অবশ্য বহু সময় এই ক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের পরিবর্তে সাধারণ বর্তমান প্রযুক্ত হয়, কিন্তু সেই প্রয়োগ আলঙ্কারিক। অতীত ঘটনার জন্য বর্তমান কালের প্রয়োগ শৈলীগত (stylistic) বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। কিন্তু ঘটনাবলীর অতীতে অবস্থান সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তখন সাধারণ অতীতই ব্যবহৃত হবে।

কেবল পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির মত সুদূর অতীতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর উপস্থাপনার জন্যই নয়, নিকট অতীতে অর্থাৎ বিবৃতিমুহূর্তের অব্যবহিত পূর্বে অনুষ্ঠিত একক ঘটনার মত ঘটনাবলী উপস্থাপন করতেও এই একই কালরূপের ব্যবহার হয়। যেমন :

(২০) তপন একটু আগে বাড়ি **ফিরল**। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফোন **এল।** দুই এক মিনিট কথা বলে ও তাড়াতাড়ি কাগজপত্র **গুছিয়ে নিল** । তারপরই আবার **বেড়িয়ে গেল** । যাওয়ার আগে বলে **গেল** ফিরতে দেরি হবে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত সাধারণ অতীতের যে উদাহরণবাক্যগুলি দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমরা বলেছিলাম যে ওই একক বাক্যগুলিতে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ স্বচ্ছন্দ নয়। কিন্তু ওই বিচ্ছিন্ন বাক্যগুলিকে কোন আখ্যান বা কাহিনির অন্তর্ভুক্ত করলে অর্থাৎ একক ঘটনাকে ঘটনাক্রমে গ্রথিত করলে ওই কালরূপের প্রয়োগ কোনভাবেই আড়ষ্ট মনে হয় না। "রামচন্দ্র বনগমন করিলেন" বা "অর্জুন তখন শরসন্ধান করিলেন" বাক্যগুলি রামায়ণের বা মহাভারতের কাহিনিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শোনাবে। একইভাবে যদি আলেক্সান্দার ও দারয়বহুষের যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণের অন্তর্গত হয়, তাহলে "আলেক্সান্দর পারস্য-সম্রাট দারয়বহুষকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন" বাক্যটিতে সাধারণ অতীতের প্রয়োগে কোন বাধা থাকে না।

এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কালগত দূরত্বের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ও ডিমকের বক্তব্যই যথাযথ। "কখনও-কখনও নিত্য-অতীত ক্রিয়া, 'এইমাত্র ঘটিল' এই ভাব প্রকাশ করে" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য সংশোধন করে বলতে হয় কখন এই কালরূপ "'এইমাত্র ঘটিল' এই ভাব প্রকাশ করে" তা সুনির্দিষ্ট। এই ভাব প্রকাশিত হয় যখন বিচ্ছিন্নবাক্যে একক ঘটনা উপস্থাপন করা হয়— সাধারণ অতীত তখন নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথের কথায় "সদ্য অতীত" বা ডিমকের কথায় "immediate past"। অন্যদিকে ডিমক যেমন বলেছেন এই কালরূপ ব্যবহৃত হয় ঘটনাপারম্পর্য নির্দেশ করতে— সেই ঘটনাবলীর অবস্থান বিবৃতিমুহূর্ত থেকে যে দূরত্বেই হোক না কেন।

সাধারণ বর্তমানের বিকল্পে সাধারণ অতীত : নিবন্ধের এই অংশের উদাহরণবাক্যগুলিতে উপস্থাপনায় বৈচিত্র্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সাধারণ অতীতের বিকল্প ব্যবহার। ক্রিয়ার অনুষ্ঠানক্ষেত্র যখন অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত, যদি এমন হয় যে

উল্লিখিত ঘটনাটি বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে ঘটেছে, বিবৃতিমুহূর্তে ঘটতে পারে এবং তার পরেও ঘটবে তখন সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগই ব্যাকরণসম্মত। ইংরাজিতেও এক্ষেত্রে Simple Present ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরাজিতে কেবল এই একটি কালরূপই ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু বাংলায় কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠান্তর না ঘটিয়েও সাধারণ বর্তমানের স্থানে সাধারণ অতীতের বিকল্প প্রয়োগ সম্ভব।

(২১) আমি সাধারণত টিভি **দেখি না**, খুব ভালো প্রোগ্রাম থাকলে এক আধদিন হয়তো **দেখি।**

(২১ক) আমি সাধারণত টিভি **দেখি না**, খুব ভালো প্রোগ্রাম থাকলে এক আধদিন হয়তো **দেখলাম।**

(২২) আমি রোজ পাঁচটায় বাড়ি **ফিরি।** তারপর কোনদিন টিভি **দেখি,** কোনদিন ভিডিও গেমস **খেলি**, কোনদিন হয়তো প্রতিবেশীর সঙ্গে **গল্প করি** , কোনদিন হয়তো বা বেড়াতে **বেড়োই** ।

(২২ক) আমি রোজ পাঁচটায় বাড়ি **ফিরি।** তারপর কোনদিন টিভি **দেখলাম,** কোনদিন ভিডিও গেমস **খেললাম**, কোনদিন হয়তো প্রতিবেশীর সঙ্গে **গল্প করলাম** , কোনদিন হয়তো বা বেড়াতে **বেড়োলাম**।

(২৩) বিমল কেমন **অফিস করে** জানা আছে। অফিসে **যায়**, নাম **সই করে**, চা **খায়**, অফিসে বন্ধুদের সঙ্গে **গল্প করে**, বাড়ি **চলে আসে** ।

(২৩ক) বিমল কেমন **অফিস করে** জানা আছে। অফিসে **গেল,** নাম **সই করল**, চা **খেল**, অফিসে বন্ধুদের সঙ্গে **গল্প করল**, বাড়ি **চলে এল** ।

একুশ-একুশ (ক), বাইশ- বাইশ (ক), তেইশ-তেইশ (ক), এই জোড়গুলিতে দুটি বাক্যে দুই কালরূপের প্রয়োগের কারণে ঘটনাগুলির অনুষ্ঠানমুহূর্ত সম্বন্ধে কোন ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হয় না। প্রতিটি ঘটনার অনুষ্ঠানক্ষেত্রই অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত। যে সমস্ত ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে বিকল্পে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ ঘটেছে সেখানে একটি উদাহরণ থেকে আর একটির পার্থক্য উপস্থাপিত ঘটনাগুলির অনুষ্ঠানসংখ্যায়। একুশ-একুশ (ক), উদাহরণগুলিতে "টিভি দেখা" একটি বিরল ব্যতিক্রম। অপরদিকে তেইশ-তেইশ (ক), উদাহরণগুলিতে "অফিসে যাওয়া" "নাম সই করা" "চা খাওয়া" "গল্প করা" "বাড়ি চলে আসা" ঘটনাগুলি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ঘটে। বাইশ- বাইশ (ক) উদাহরণে ঘটনাগুলির অবস্থান এই দুইয়ের মাঝামাঝি—ঘটনাগুলি প্রতিদিন ঘটে না, আবার বিরল ব্যতিক্রমও নয়।

এইসমস্ত ক্ষেত্রে একই কালগত বাস্তবের জন্য দুই কালরূপের প্রয়োগের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে প্রথমে এই বিকল্প প্রয়োগের শর্তটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। লক্ষণীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথম ঘটনার জন্য সাধারণ অতীতের বিকল্প প্রয়োগ সম্ভব নয়, সেখানে শুধুমাত্র সাধারণ বর্তমানের ব্যবহারই সম্ভব। সাধারণ অতীতের এই বিকল্প প্রয়োগ ঘটতে পারে পরবর্তী ঘটনা বা ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত পরবর্তী এই ঘটনা বা ঘটনাগুলি সাধারণ বর্তমানের দ্বারা চিহ্নিত প্রথম ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। একুশ-একুশ (ক) উদাহরণে "টিভি না দেখা" হল নিয়ম, আর "টিভি দেখা" হল সেই নিয়মের ব্যতিক্রম। বাইশ- বাইশ (ক) উদাহরণে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হচ্ছে প্রতিদিন বক্তা বাড়ি ফিরে কি করে। এইভাবে উদাহরণবাক্যটির ব্যাখ্যা করা যায়—"প্রতিদিন বাড়ি ফিরে আমি যা করি তা হল : টিভি দেখা, ভিডিও গেমস খেলা, প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করা, বেড়াতে বেড়ানো। "প্রতিদিন আমি বাড়ি ফিরে যা করি"—একে বলা যেতে পারে "সামষ্টিক ঘটনা" বা macro-event ; পরবর্তী "টিভি দেখা", "ভিডিও গেমস খেলা", "প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করা", "বেড়াতে বেড়ানো" ঘটনাগুলিকে বলা যেতে পারে "ব্যষ্টিক ঘটনা" বা micro-event । পরবর্তী তেইশ-তেইশ (ক) উদাহরণেও ঘটনাগুলির মধ্যেও এই সামষ্টিক- ব্যষ্টিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। সামষ্টিক ঘটনা "বিমলের অফিস করা" ; ব্যষ্টিক ঘটনা তার "অফিসে যাওয়া" "নাম সই করা" "চা খাওয়া" "গল্প করা" "বাড়ি চলে আসা"। দুটি উদাহরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে শেষ উদাহরণে সাধারণ বর্তমানের দ্বারা চিহ্নিত প্রথম ঘটনাটিই সামষ্টিক ঘটনা। তার পূর্ববর্তী উদাহরণটিতে সামষ্টিক ঘটনাটি অনুক্ত রয়েছে। প্রথমোক্ত ঘটনাটি থেকে সামষ্টিক ঘটনাটি অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

এই তিনটি উদাহরণে প্রথম ঘটনাটির জন্য সাধারণ বর্তমানের ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছে। এরপর এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনা বা ঘটনাবলীর কালগত অবস্থানটি আর উল্লেখ না করে একটি ভিন্ন প্রকারগত বৈশিষ্ট্য আরোপ করে উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণ বর্তমানের প্রত্যাশিত প্রয়োগের পরিবর্তে সাধারণ অতীতের আলঙ্কারিক প্রয়োগের ফলে বাস্তবে বারংবার অনুষ্ঠিত ঘটনা যেন একক ঘটনারূপে প্রতীয়মান হয়। শেষের উদাহরণে প্রতিদিনের "অফিসে যাওয়া" "নাম সই করা" "চা খাওয়া" "গল্প করা" "বাড়ি চলে আসা" যেন একবারে পরপর কয়েক

মুহূর্তে "অফিসে যাওয়া" "নাম সই করা" "চা খাওয়া" "গল্প করা" "বাড়ি চলে আসা"য় পরিণত হয়—প্রতিদিনের পরিবর্তে একবার পরপর কয়েক মুহূর্তে ঘটনাগুলি ঘটে শেষ হয়ে যায়। এর ফলে ঘটনাপারম্পর্যের সামগ্রিক বর্ণনার মধ্যে একটা দ্রুততার সঞ্চার হয়। প্রথম উদাহরণে উল্লিখিত ঘটনাটি বিরল হলেও একাধিকবার তা ঘটেছে এবং ঘটার সম্ভাবনা আছে ; এখানে একাধিকাবার অনুষ্ঠিত ঘটনার একক ঘটনায় কল্প রূপান্তর ঘটনার ব্যতিক্রমী চরিত্রটি আরো স্পষ্ট করে তোলে।

সাধারণ অতীতের এই সম্প্রসারিত প্রয়োগের ভিত্তি এই ক্রিয়ারূপের কালগত বৈশিষ্ট্য নয়, তার প্রকারগত বৈশিষ্ট্য। অনতীত (non-past) ঘটনাকে অতীত ঘটনারূপে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে নয়, পুনরাবৃত্ত ঘটনাকে একক অখণ্ড ঘটনারূপে উপস্থাপনের লক্ষ্যেই অসমাপ্তিদ্যোতক কালরূপের স্থানে সমাপ্তিদ্যোতক এই কালরূপের বিকল্প প্রয়োগ।

তাৎক্ষণিক বর্তমাননির্দেশক সাধারণ অতীত : পূর্ববর্তী অংশের মত এই অংশের উদাহরণগুলিতেও সাধারণ অতীতের প্রয়োগের কালগত শর্তটি স্পষ্টতই লঙ্ঘিত হয়েছে। তবে এখানে একাধিকবার অনুষ্ঠিত ঘটনা নয়, একক ঘটনা নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে বিবৃতিমুহূর্ত এবং ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত অভিন্ন। এখানে ইংরাজিতে simple present ব্যবহৃত হয়। এই ভূমিকাপালনকারী simple presentকে "instantaneous present" রূপে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে এর কোন প্রতিরূপ নেই ; আমরা এইক্ষেত্রে "তাৎক্ষণিক বর্তমান" শব্দবন্ধটি ব্যবহার করব। বাস্তব জীবনে এই প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে :

(ক) বেতারের ধারাভাষ্য। ধরা যাক কোন ফুটবলের ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছে ।

(২৪) রেফারি বাঁশি **বাজালেন।** সুরেশ বিনয়কে বল **পাস করলেন।** বিনয় **এগিয়ে গেলেন, বল মারলেন, ...** গোল! দর্শকেরা হর্ষধ্বনি **করে উঠলেন**।

(খ) কার্যপ্রণালীপ্রদর্শন (Demonstration)

(২৫) আমি এই টেষ্টটিউবে তরল পদার্থটি **ঢাললাম** । তারপর এই পাউডারটা **মিশালাম**। কিছুক্ষণ **নাড়লাম**।

(গ) কৃতিসাধক বাক্য (Performative sentence) : এইক্ষেত্রে উদাহরণে যাওয়ার আগে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে অনালোচিত কৃতিসুলভ প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সংযোজন প্রয়োজন।

যে সমস্ত বাক্যের উদ্দেশ্য কোন বর্ণনা বা বিবরণ দেওয়া নয়, যে সব বাক্যের উচ্চারণে বাক্যে উল্লিখিত ক্রিয়াটি সাধন করা হয়, সেইসব বাক্যকে Performative sentence বলে অভিহিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যখন বলা হচ্ছে " I promise" তখন বক্তার প্রতিজ্ঞা করার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে না, বাক্যের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বক্তা প্রতিজ্ঞা করছে অর্থাৎ "প্রতিজ্ঞা" ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে। অনুরূপ উদাহরণ :"I accept" " I name the ship 'Queen Elizabeth'" I bet" ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র বাক্যের উচ্চারণের দ্বারা কোন না কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে—"মেনে নেওয়া" " নামকরণ করা" "বাজি ধরা"। কিছু নির্দিষ্ট ক্রিয়াযোগেই কেবল performative sentence গঠিত হতে পারে। যেমন "accept" "forgive" "promise" " name" "declare" ইত্যাদি। অপরদিকে "I eat" বাক্যটি বললেই আহার ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় না ; একই ভাবে " I walk " "I sleep" "I work" "I sing" ইত্যাদি বাক্যগুলি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না ; বাক্যগুলি সবই কোন ঘটনার বিবরণ বা বর্ণনা।

কেবলমাত্র performative বা কৃতিসাধক ক্রিয়ার প্রয়োগেই কোন বাক্য performative বা কৃতিসাধক হয় না। শুধুমাত্র উক্ত শ্রেণিভুক্ত ক্রিয়ার ব্যবহার ছাড়াও প্রয়োগের আরও শর্ত আছে। প্রথমত বাক্যটি কর্তৃবাচ্যে হলে ক্রিয়ার কর্তা হবে বক্তা স্বয়ং অর্থাৎ ক্রিয়াটি হবে উত্তমপুরুষে। কেননা যদি মধ্যম বা প্রথম পুরুষের প্রয়োগ করা হয়, (You promise, He promises) তখন কোন কার্য সাধিত হয় না, অন্যের দ্বারা কৃত কার্যের বিবরণ দেওয়া হয় মাত্র। দ্বিতীয়ত ক্রিয়াটির কেবলমাত্র বর্তমান বা simple present রূপটি ব্যবহার করা যায়। যদি অতীত বা ভবিষ্যতের প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রেও কোন কর্ম সাধিত হয় না, অতীত বা ভবিষৎ ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয় মাত্র।

অস্টিন প্রবর্তিত "Performativity" নিয়ে বাংলায় প্রথম আলোচনা করেছেন রমাপ্রসাদ দাস।[৮] অস্টিনের বক্তব্য তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ইংরাজিতে এর প্রয়োগের শর্তগুলিও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বাংলায় কৃতিসাধক বাক্যে কালরূপের প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। আমাদের উদাহরণবাক্যগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় এখানে ইংরাজি ও বাংলায় ক্রিয়ার কালরূপ প্রয়োগে পার্থক্য রয়েছে।

এবার বাংলায় কৃতিসুলভ বাক্যের দৃষ্টান্ত দেখা যাক।

(২৬) আমি আমার পুত্রকে আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী **ঘোষণা করলাম**।
(২৭) আমি **কথা দিলাম** কাল সকালেই আসব।
(২৮) আমি আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে **দণ্ডিত করলাম**।
(২৯) আমি তোমার প্রস্তাব **মেনে নিলাম**।
(৩০) আমি জাহাজটির **নাম রাখলাম** 'জলপরী'।

বলাই বাহুল্য উক্ত উদাহরণগুলিতে ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্ত কোন ক্ষেত্রেই বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে নয়। দুটি মুহূর্ত এখানে একীভূত। সুতরাং এইক্ষেত্রে অতীত কালরূপের প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। ইংরাজিতে এইসমস্ত ক্ষেত্রে Simple present-এর এই প্রয়োগ Present বা বর্তমানের সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ। এইক্ষেত্রে বাংলায় অতীতের কালরূপের প্রয়োগের পঁচিশ নং উদাহরণের ক্ষেত্রে প্রথাগত বৈয়াকরণদের সমর্থনে একটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। বক্তা যখন তার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর বিবরণ দিচ্ছে তখন বিবৃতিমুহূর্ত আর ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের মধ্যে একটা কালগত ব্যবধান থেকে যায়—সেই ব্যবধান যতই সামান্য হোক না কেন। বিবৃতিমুহূর্তের সামান্য (বা অতি সামান্য) পূর্বে অবস্থানের কারণে উল্লিখিত ঘটনাগুলি অতীতের ঘটনারূপে পরিগণিত হচ্ছে। তাই অতীত কালরূপের প্রয়োগ। ইংরাজির সঙ্গে তুলনা টানলে বলতে হয় একই কালগত বাস্তবতাকে এই দুই ভাষায় দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে। পূর্বোক্ত দুটি মুহূর্তের মধ্যবর্তী ব্যবধান ইংরাজিতে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, দুটি মুহূর্তকে অভিন্ন ধরে নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে বাংলায় এই ব্যবধান বিবেচনায় আনা হচ্ছে। ইংরাজিতে যা instantaneous present বা তাৎক্ষণিক বর্তমান বাংলায় তা অতিনিকট অতীত।

এই যুক্তিটি নিশ্ছিদ্র নয়। এর দ্বারা প্রথম ক্ষেত্রে অতীত কালরূপের ব্যাখ্যা করা গেলেও পরবর্তী দুটি ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। কার্যপ্রণালীপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে বিবৃতিমুহূর্ত ও ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের মধ্যে ব্যবধান থাকবেই। এক্ষেত্রে ক্রিয়াসম্পাদনকারী বক্তা স্বয়ং, কার্যপ্রণালীর বর্ণনা দিতে দিতে সে ক্রিয়া সম্পন্ন করছে, সুতরাং উক্ত দুই মুহূর্তের সম্পূর্ণ একাত্মীকরণ সম্ভব।

কৃতিসাধক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। কৃতিসাধকের সংজ্ঞা থেকেই এই কথা স্পষ্ট যে উক্ত দুই মুহূর্তের মধ্যে কোন কালগত ব্যবধান থাকতে পারে না। বিবৃতিমুহূর্তের বাইরে ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই।

দেখা যাচ্ছে প্রথাগত বৈয়াকরণদের প্রদত্ত কালগত অবস্থানের শর্তটি এই কালরূপের প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য নয়। ঘটনার অবস্থান শুধুমাত্র বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে হলেই নয়, ঠিক বিবৃতিমুহূর্তে হলেও এই কালরূপের প্রয়োগ ঘটে।

উপরোক্ত সব উদাহরণে এই কালরূপ প্রয়োগের প্রকারগত শর্তটি কিন্তু পূরণ করা হয়েছে। বিবৃতমুহূর্তে অবস্থিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ সমাপ্ত একটি ঘটনা হলে অর্থাৎ কালের অক্ষরেখায় একটি বিন্দুসদৃশ হলেই সাধারণ অতীতের প্রয়োগ ঘটে। বিবৃতিমুহূর্তে অবস্থিত ঘটনাটি অসমাপ্ত হলে ঘটমান বর্তমান ব্যবহৃত হবে। ধারাবিবরণীর ক্ষেত্রে ভাষ্যকার যদি তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত অসমাপ্ত ঘটনার বিবরণ দিতে চান তাহলে তিনি বলবেন

(২৪ক) রেফারি বাঁশি **বাজাচ্ছেন।** সুরেশ বিনয়কে বল **পাস করছেন।** বিনয় **এগিয়ে যাচ্ছেন, বল মারছেন, ...** গোল ! দর্শকেরা হর্ষধ্বনি **করছেন।**

একইভাবে কার্যপ্রণালী প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও বিবৃত ঘটনাগুলি অসমাপ্ত হলে বলা হবে

(২৫ক) আমি এই টেষ্টটিউবে তরল পদার্থটি **ঢালছি**। তারপর এই পাউডারটা **মিশাচ্ছি।** এরপর কিছুক্ষণ **নাড়ছি**।

এই দুটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সাধারণ অতীত ও ঘটমান বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য কালগত নয় শুধু প্রকারগত। দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তে, প্রথম ক্ষেত্রে ঘটনাটি সমাপ্ত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অসমাপ্ত।

কৃতিসাধক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সাধারণ অতীতের স্থানে ঘটমান বর্তমান ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু এই দুই কালরূপের প্রয়োগের যে ব্যাখ্যা আমরা পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির জন্য দিলাম এই ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

ছাব্বিশ নং উদাহরণটি এবং ঘটমান বর্তমান যোগে পুনর্লিখিত বাক্যটি দেখা যাক :

(২৬) আমি আমার পুত্রকে আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী **ঘোষণা করলাম**।
(২৬ক) আমি আমার পুত্রকে আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী **ঘোষণা করছি**।

ছাব্বিশ(ক) উদাহরণে "ঘোষণা করা" ক্রিয়াটি কোণভাবেই অসমাপ্ত নয়, ছাব্বিশ নং উদাহরণের মতই একটি সমাপ্ত ঘটনা। একই সমাপ্ত ঘটনার জন্য দুটি ভিন্ন কালরূপের প্রয়োগ ঘটেছে। পুর্ববর্তী উদাহরণগুলির মত সমাপ্তি-অসমাপ্তির ধারণার উপর ভিত্তি করে এই দুই কালরূপের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যাবে না। এখানে একই বাস্তবতা দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। বক্তার এই ঘোষণার ফলে তার পুত্র তার উত্তরাধিকার লাভ করল। বিবৃতিমুহূর্তে শুধুমাত্র "ঘোষণা করা" ক্রিয়াটিরই সমাপ্ত ঘটল না, সেইসঙ্গে সমাপ্তি ঘটল একটি পর্বের—পূর্ববর্তী যে পর্বে বক্তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। সেই ভাব প্রকাশ করার জন্য সাধারণ অতীতের প্রয়োগই যথোপযুক্ত। অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মুহূর্ত থেকে একটা নূতন পর্ব শুরু হল ; এর পর থেকে বক্তার পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী থাকবে। "ঘোষণা করা" ক্রিয়াটি সম্পন্ন হলেও তার ফল অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত। ক্রিয়ার এই অনির্দিষ্ট বিস্তারের রূপটি ঘটমান বর্তমানের ব্যবহারে ফুটে ওঠে। সুতরাং সমাপ্তি-অসমাপ্তির ধারণাটিকে আরও প্রসারিত অর্থে প্রয়োগ করে একই কালগত বাস্তবতার জন্য সমাপ্তিদ্যোতক ও অসমাপ্তিদ্যোতক কালরূপের ব্যবহারের ব্যাখ্যা করা যায়।

এই বিশ্লেষণে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে কালরূপের বর্ণনায় একটা গুরুতর সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। প্রথাগত ব্যাকরণের থেকে আমরা জানি ঘটনার অনুষ্ঠানক্ষেত্র যখন অতীত থেকে ভবিষ্যৎ অর্থাৎ বিবৃতিপূর্ববর্তী পর্ব থেকে বিবৃতিপরবর্তী পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত তখন সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগ ঘটে—এই ভূমিকাতেই ইংরাজির simple present। যখন উল্লিখিত ঘটনাটি একক অসমাপ্ত ঘটনা এবং তার অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তে তখন ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগ ঘটে—এই একই ভূমিকা ইংরাজিতে present continuous কালরূপের। কিন্তু যখন উল্লিখিত ঘটনাটি একক ও সমাপ্ত হয় এবং তার অবস্থান যদি বিবৃতিমুহূর্তে হয় অর্থাৎ ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্ত এবং বিবৃতিমুহূর্ত যদি অভিন্ন হয় তখন কোন কালরূপ ব্যবহৃত হবে? ইংরাজিতে কোন কালরূপ ব্যবহৃত হবে আধুনিক ব্যাকরণগ্রন্থে এর উত্তর পাওয়া যায় ; এই সমস্ত গ্রন্থে simple present-এর দ্বৈত ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলায় কি হবে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে বা সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থেও এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। নিবন্ধের এই অংশে সংগৃহীত নমুনাবাক্যগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাব। বাংলা ব্যাকরণের ওই শূন্যস্থান পূরণ করতে আমাদের সংযোজন : বিবৃতিমুহূর্ত সমাপ্ত একক ঘটনা, বিবৃতিমুহূর্ত ও ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের সম্পূর্ণ অভিন্নতা নির্দেশ করে সাধারণ অতীত। অর্থাৎ বাংলায় সাধারণ অতীত কালরূপই তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য বাংলায় অন্য কোন কালরূপ এই ভূমিকা পালন করতে পারে না। অর্থাৎ সাধারণ অতীতের এই প্রয়োগ গৌণ বা সম্প্রাসারিত প্রয়োগ নয়, প্রাথমিক প্রয়োগ। উল্লিখিত ঘটনার অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বেই হোক বা বিবৃতিমুহূর্তেই হোক, ঘটনাটি যদি সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়, তাহলেই সাধারণ অতীতের প্রয়োগ ঘটে।

অসমাপ্ত ঘটনা বা আসন্ন ভবিষ্যৎ নির্দেশক সাধারণ অতীত :

এই অংশের উদাহরণগুলিতে আপাতদৃষ্টিতে কালগত বা প্রকারগত কোন শর্তই পূরণ করা হয় নি।

(৩১) তাড়াতাড়ি কিছু খেতে দাও, ক্ষিদেয় **মরে গেলাম**।
(৩২) দরজাটা খোল, ঠাণ্ডায় **জমে গেলাম**।
(৩৩) দেখ দেখ বাচ্চাটা **পড়ে গেল**।
(৩৪) বাঁচাও ! বাঁচাও ! **মেরে ফেলল**।

উল্লিখিত ঘটনাগুলির কোনটির অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে নয়, প্রত্যেকটি ঘটনাই অসমাপ্ত। বিবৃতিমুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করা যায় দেখা যায় বক্তা তখনও জীবিত, তখনও বক্তা জমে যায় নি, শিশুটি তখনও পড়ে যায় নি, আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে তখনও হত্যা করা হয় নি। প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যৎ বা ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগ সম্ভব।

(৩১ক) তাড়াতাড়ি কিছু খেতে দাও, ক্ষিদেয় **মরে যাব**।
(৩১খ) তাড়াতাড়ি কিছু খেতে দাও, ক্ষিদেয় **মরে যাচ্ছি**।
(৩২ক) দরজাটা খোল, ঠাণ্ডায় **জমে যাব**।

(৩২খ) দরজাটা খোল, ঠাণ্ডায় **জমে যাচ্ছি**।
(৩৩ক) দেখ দেখ বাচ্চাটা **পড়ে যাবে**।
(৩৩খ) দেখ দেখ বাচ্চাটা **পড়ে যাচ্ছে**।

একত্রিশ নং উদাহরণবাক্য এবং তার পুনর্লিখিত দুটি রূপ প্রথমে দেখা যাক। সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের অর্থ ঘটনার অবস্থান বিবৃতিপরবর্তী মুহূর্তে, বিবৃতিমুহূর্ত এবং ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের মধ্যে একটা ব্যবধান রয়েছে। "কিছু খেতে দেওয়া" শর্তটি পূরণ না হলে মৃত্যু ঘটবে। এখানে সাধারণ ভবিষ্যৎ কেবল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ঘটমান বর্তমান প্রয়োগ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এই মৃত্যুর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এইক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে বক্তার ভাবনায় মৃত্যু নিশ্চিত। বাস্তবে মৃত্যু না ঘটলেও বিবৃতিমুহূর্তে বক্তার যন্ত্রণা এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে সে এই মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছে বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে অনুষ্ঠিত ঘটনার মত। বাস্তবে অসমাপ্ত ঘটনা বক্তার ভাবনায় সমাপ্ত ঘটনারূপে প্রতিভাত হয়েছে। অন্য উদাহরণগুলিতেও অসমাপ্ত ঘটনার জন্য সমাপ্তিদ্যোতক সাধারণ অতীতের প্রয়োগকে একইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। বস্তুত চৌত্রিশ নং উদাহরণে সাধারণ ভবিষ্যৎ বা ঘটমান বর্তমানের ব্যবহার ব্যাকরণবিরুদ্ধ না হলেও বাস্তবে এই দুই কালরূপের প্রয়োগের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত, প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি বলবে না :

(৩৪ক) (?) বাঁচাও ! বাঁচাও ! **মেরে ফেলবে**।
অথবা
(৩৪খ) (?) বাঁচাও ! বাঁচাও ! **মেরে ফেলছে**।

এই পরিস্থিতিতে বক্তার আতঙ্ক এতই প্রবল যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে সাধারণ অতীতই প্রয়োগ করবে। একত্রিশ থেকে তেত্রিশ নং উদাহরণগুলির সঙ্গে পুনর্লিখিত বাক্যগুলির তুলনা করলে দেখা যাবে সাধারণ অতীতের প্রয়োগে বক্তার অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ পাচ্ছে। এই উদাহরণগুলিতে অভিব্যক্ত অনুভূতি যন্ত্রণার, উৎকণ্ঠার, আতঙ্কের। তবে এই অনুভূতি যে সবসময় নেতিবাচক তা নয়। মহাভারতের বাংলা অনুবাদ থেকে আমরা একটি উদাহরণ নিতে পারি। সভাপর্বে দ্যূতক্রীড়ায় দেখা যাচ্ছে যুধিষ্ঠির যতবার পণ রাখছেন শকুনি ততবারই বলছেন :

(৩৫) এই **জিতিলাম**। [৯]

এক্ষেত্রে পাশার দান ফেলার আগেই শকুনি এই কথা বলছেন কারণ জয়ের সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত। এইখানে অভিব্যক্ত অনুভূতি প্রবল আত্মবিশ্বাসের।

সাধারণ অতীতের প্রয়োগে যে নিশ্চয়তাবোধের প্রতিফলন তার কারণ সবক্ষেত্রে উপরোক্ত উদাহরণগুলির মত অনুভূতির তীব্রতা নয়। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিতে বক্তার কোন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি, বক্তা শুধু তার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করছে।

(৩৬) পাঁচটা বাজে, আমি **উঠলাম** ।
(৩৭) আচ্ছা, **ছাড়লাম**। (টেলিফোনে কথোপকথনের শেষে)

বক্তা তখনও ওঠে নি, বা টেলিফোন নামিয়ে রাখে নি, সে উল্লিখিত ঘটনা ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলেই বক্তার ভাবনায় উক্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে।

এখানে কালরূপের এই প্রয়োগের একটি ব্যাকরণগত শর্ত রয়েছে। অসমাপ্ত ঘটনার জন্য প্রযুক্ত সমাপ্তিদ্যোতক সাধারণ অতীতের সঙ্গে কালগত ব্যাবধাননির্দেশক কোন শব্দ বা শব্দবন্ধের সহাবস্থান সম্ভব নয়। ছত্রিশ নং উদাহরণবাক্যের পুনর্লিখিত রূপগুলি দেখা যাক।

(৩৬ক)* পাঁচটা বাজে, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি **উঠলাম** ।
(৩৬খ) * পাঁচটা বাজে, এক্ষুণি আমি **উঠলাম** ।

কালগত ব্যবধাননির্দেশক শব্দ সংযোজন করার ফলে বাক্যদুটি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ। এই ব্যবধান যতই সামান্য হোক না কেন, ছত্রিশ নং উদাহরণে এই ব্যবধান পাঁচ মিনিটের বদলে এক সেকেণ্ড বা তারও ভগ্নাংশও হত তবুও সেক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য হত না। অর্থাৎ বক্তার ভাবনাতে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্তের অবস্থান কোনভাবেই বিবৃতিমুহূর্তের সামান্যতম পরেও হতে পারে না।

শেষে আমরা সাধারণ অতীতের এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি ব্যাকরণগত বাধ্যবাধকতার কথা বলব। অব্যয়রূপে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ "বলে" যোগে সাধারণ অতীত ব্যবহৃত হয়।

[4]

(৩৮) বৃষ্টি **এল বলে।**

(৩৯) আমাদের অনুষ্ঠান **শুরু হল বলে**।

এই অংশের পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির মত এইদুটি ক্ষেত্রেও উল্লিখিত ঘটনা বিবৃতিমুহূর্তে বা তার পূর্বে ঘটে নি, তখনও বৃষ্টি নামে নি বা অনুষ্ঠান শুরু হয় নি। পূর্ববর্তী উদাহরণগুলিতে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এই ক্ষেত্রেও সেই ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য। কিন্তু পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির মত এখানে সাধারণ অতীত ভবিষ্যৎ বা ঘটমান বর্তমানের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় নি— অব্যয় "বলে" যোগে একমাত্র সাধারণ অতীতই ব্যবহৃত হতে পারে, শেষোক্ত কালরূপ দুটির কোনটি নয়। আমরা বলতে পারি না

(৩৮)* বৃষ্টি **আসবে / আসছে বলে।**

(৩৯)* আমাদের অনুষ্ঠান **শুরু হবে/ শুরু হচ্ছে বলে**।

বক্তা যেন বলতে চাইছে তার "বলা" শেষ হওয়া মাত্রই উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটবে— "বলা" ক্রিয়াজাত অব্যয়ের সঙ্গে সাধারণ অতীতের এই প্রয়োগের তাৎপর্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এই কালরূপের প্রয়োগের কালগত ও প্রকারগত শর্তের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। প্রকারগত শর্তের ক্ষেত্রে বলা যায় বাস্তবে এই শর্তটি পূরণ না হলেও বক্তার ভাবনায় পূরণ হয়েছে—অসমাপ্ত ঘটনা সমাপ্ত ঘটনারপে প্রতিভাত হয়েছে। কালগত শর্ত সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়—শর্ত পূরণ হয়েছে ভাবনার স্তরে। বাস্তবে ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্ত বা ঘটনাপ্রক্রিয়ার অবসানমুহূর্তের অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের পরবর্তী পর্বে, কিন্তু বক্তার ভাবনায় সেই মুহূর্তের কল্প উপস্থাপন ঘটছে ভিন্নতর পর্বে। এখানে প্রশ্ন উঠছে এই কল্প উপস্থাপন কোথায়—বিবৃতিমুহূর্তের পূর্ববর্তী পর্বে না ঠিক বিবৃতিমুহূর্তেই। অর্থাৎ অনতীত ঘটনা বক্তার ভাবনায় প্রতীয়মান হচ্ছে অতীত ঘটনারূপে না তাৎক্ষণিক বর্তমান ঘটনারূপে? কেননা আমরা দেখলাম সাধারণ অতীত শুধুমাত্র বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে অবস্থান নির্দেশ করে না, বিবৃতিমুহূর্ত আর ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত অভিন্ন হলেও এই কালরূপেরই প্রয়োগ হয়। সুতরাং সাধারণ অতীতের এই সম্প্রসারিত প্রয়োগ পূর্বোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনটির উপর ভিত্তি করে ? এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর আমাদের জানা নেই। বলা যেতে পারে দুইভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হল এই যে এইসমস্ত ক্ষেত্রে বক্তার ভাবনায় ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত বা প্রক্রিয়ার অবসানমুহূর্তের অবস্থান কখনই বিবৃতিমুহূর্তের পরে নয়।

বিভিন্ন কালগত প্রয়োগের ঐক্য : এযাবৎ উপস্থাপিত সাধারণ অতীতের বিভিন্ন কালগত প্রয়োগের ঐক্য এই কালরূপের প্রকারগত চরিত্রে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োগের প্রকারগত শর্তটি পূরণ করা হয়েছে, এই অংশের শেষ উপপর্যায়ের উদাহরণগুলিতে এই শর্তপূরণ হয়েছে ভিন্ন অর্থে—বাস্তবে নয়, বক্তার ভাবনায়। এই ক্ষেত্রে বলা যায় কালগত শর্তটিও একই অর্থে পূরণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী দুটি উপপর্যায়ের উদাহরণগুলিতে কোনভাবেই কালগত শর্তটি পূরণ করা হয় নি—বাস্তবে নয়, বক্তার ভাবনাতেও নয়। দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র প্রকারগত শর্তটিই অপরিহার্য , কালগত শর্তটি নয়।

ভাবগত প্রয়োগ : এই অংশের উদাহরণগুলির কোনটিতেই ঘটনার কালগত অবস্থান নির্দেশ করা হয় নি। এখানে উল্লিখিত ঘটনা সম্বন্ধে বক্তার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পাচ্ছে।

(৪০) মনে কর অমিত **এল** ।

(৪১) মনে করুন লটারিতে আপনি প্রথম পুরস্কার **পেলেন**।

বলাই বাহুল্য কোনক্ষেত্রেই ঘটনার অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে নয়। উল্লিখিত ঘটনা সম্পূর্ণভাবে বক্তার কল্পনায় নির্মিত ; ঘটনাটিকে ধরে নিয়ে সে তার পরবর্তী বক্তব্য পেশ করবে। কালের অক্ষরেখায় ঘটনার প্রতিস্থাপন বক্তার উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎনির্দেশক কালবাচক শব্দের সঙ্গেও সাধারণ অতীতের সহাবস্থান সম্ভব। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির পুনর্লিখিত রূপ তাই ব্যাকরণগতভাবে সম্পূর্ণ শুদ্ধ।

(৪০ক) মনে কর আগামীকাল অমিত **এল** ।

(৪১ক) মনে করুন সামনের সপ্তাহে লটারিতে আপনি প্রথম পুরস্কার **পেলেন** ।

ভবিষ্যৎনির্দেশক কালবাচক শব্দের সংযোজন সত্ত্বেও সাধারণ অতীতই ব্যবহৃত হবে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কখনই প্রযুক্ত হতে পারে না কেননা বিবৃতিমুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার অবস্থান এখানে বিবেচ্য নয়। সাধারণ অতীতের প্রয়োগের জন্য এক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য বক্তার ভাবনায় প্রতীয়মান ঘটনার প্রকারগত বৈশিষ্ট্য। এখানে বক্তা তার ভাবনায় ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষ করছে তার অখণ্ডতায়, সম্পূর্ণ সমাপ্ত ঘটনারূপে। যদি ঘটনাটিকে সে অসমাপ্ত ঘটনারূপে প্রত্যক্ষ করত তাহলে সাধারণ অতীতের পরিবর্তে ঘটমান বর্তমান ব্যবহৃত হত। এখানে সেই বীরপুরুষের কথা মনে পড়ে।

(৪২) মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে **যাচ্ছি** অনেক দূরে।[৮]

এক্ষেত্রে বীরপুরুষ কল্পনায় তার বিদেশযাত্রা প্রত্যক্ষ করছে। দেখাই যাচ্ছে সেই কল্পিত যাত্রা অসমাপ্ত। কিন্তু যদি সে কল্পনায় নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত তাহলে "যাচ্ছি অনেক দূরে"র পরিবর্তে সে বলত

(৪২ক) ... **গেলাম** অনেক দূরে।

এক্ষেত্রে সাধারণ অতীত ও ঘটমান অতীতের পার্থক্য কালগত নয়, প্রকারগত।

পরবর্তী উদাহরণগুলিতে বক্তা তার ভাবনায় ঘটনার নির্মাণ করছে না। এখানে ব্যক্তিগত কল্পনার স্থান নেই, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বক্তা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে। এখানে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগই ব্যাকরণসম্মত যেহেতু উল্লিখিত ঘটনার অবস্থান সুস্পষ্টভাবে বিবৃতিমুহূর্তের পর। কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সাধারণ ভবিষ্যতের পরিবর্তে বিকল্পে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ ঘটতে পারে।

(৪৩) রমেনবাবু বোধহয় এযাত্রায় **সেরে উঠবেন**।
(৪৩ক) রমেনবাবু বোধহয় এযাত্রায় **সেরে উঠলেন**।
(৪৪) মনে হচ্ছে এবার আর আমাদের ম্যাচ **জেতা হবে না**।
(৪৪ক) মনে হচ্ছে এবার আর আমাদের ম্যাচ **জেতা হল না**।

সাধারণ অতীতের এই বিকল্প প্রয়োগের দুটি শর্ত। প্রথমত এই প্রয়োগ হতে পারে কেবলমাত্র সম্ভাবনা নির্দেশ করতে। এই উদাহরণগুলিতে বলা হচ্ছে রমেনবাবুর সেরে ওঠার বা বক্তার দলের সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু বলা হচ্ছে না যে উক্ত ঘটনাগুলি ঘটবেই। যদি ঘটনার নিশ্চয়তা নির্দেশ করাই বক্তার উদ্দেশ্য তাহলে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ অশুদ্ধ হবে। তাই আমরা বলতে পারি না

(৪৩খ) * আমি নিশ্চিত যে রমেনবাবু এযাত্রায় **সেরে উঠলেন**।
(৪৪খ) * আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এবার আর আমাদের ম্যাচ **জেতা হল না**।

সাধারণ অতীতের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যৎ ব্যবহার করেই উক্ত উদাহরণগুলিকে শুদ্ধ করা যায়।

(৪৩গ) আমি নিশ্চিত যে রমেনবাবু এযাত্রায় **সেরে উঠবেন**।
(৪৪গ) * আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এবার আর আমাদের ম্যাচ **জেতা হবে না**।

এবার দ্বিতীয় শর্ত। সাধারণ অতীতযুক্ত উদাহরণগুলি শুধুমাত্র ঘটনার সম্ভাবনা নির্দেশ করা হচ্ছে না, ঘটনার আকাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত চরিত্রটিও তুলে ধরা হচ্ছে। (৪৩ক) উদাহরণবাক্যের তাৎপর্য বক্তা রমেনবাবুর সেরে ওঠার সম্ভাবনায় নিশ্চিন্ত বোধ করছে। একইভাবে (৪৪ক) উদাহরণে দলের পরাজয়ের সম্ভাবনায় বক্তা স্পষ্টতই হতাশ। ঘটনার নিরাবেগ বিবৃতি দেওয়া বক্তার উদ্দেশ্য হলে শুধুমাত্র সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগই সম্ভব।

এই প্রয়োগের ভিত্তিও সমাপ্তিদ্যোতক এই ক্রিয়ারূপের প্রকারগত বৈশিষ্ট্য। সমাপ্তিদ্যোতক এই কালরূপ এখানে সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়—ভাবনার স্তরে। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির মধ্যে প্রথমটিতে বক্তার উৎকণ্ঠার সমাপ্তি এবং দ্বিতীয়টিতে প্রত্যাশার সমাপ্ত নির্দেশ করা হয়েছে।

বিবৃতিমুহূর্তের পরে স্থিত ঘটনার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দুই কালরূপ সাধারণ অতীত ও সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটি সংযোজন আবশ্যক। তেতাল্লিশ এবং চুয়াল্লিশ নং উদাহরণে আমরা দেখলাম সাধারণ অতীত শুধুই সম্ভাবনা নির্দেশ করতে পারে, নিশ্চয়তা নির্দেশ করতে শুধুমাত্র সাধারণ ভবিষ্যৎই ব্যবহৃত হতে পারে। অথচ একত্রিশ থেকে চৌত্রিশ নং উদাহরণগুলিতে সাধারণ অতীত নির্দেশ করছে নিশ্চয়তা এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ নির্দেশ করছে সম্ভাবনা। একই ঘটনার ক্ষেত্রে দুই কালরূপের কোনটি কখন নিশ্চয়তা, কখন সম্ভাবনা নির্দেশ করছে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাক।

তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ নং উদাহরণে বক্তার বক্তব্য পরোক্ষ জ্ঞাননির্ভর। সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নয়— সে রমেনবাবুকে সেরে উঠতে দেখছে না, বা নিজের দলকে পরাজিত হতে দেখছে না। যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে। এইক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে উত্তরণ ঘটছে তখন সাধারণ অতীত কেবল সম্ভাবনা নির্দেশ করতে পারে ; নিশ্চয়তা নির্দেশ করতে পারে সাধারণ ভবিষ্যৎ। অন্যদিকে একত্রিশ থেকে চৌত্রিশ নং উদাহরণ পর্যন্ত সবগুলিতে দেখা যায় বক্তার বক্তব্য প্রত্যক্ষজ্ঞাননির্ভর। এখানে প্রশ্ন উঠবে বক্তা তো উল্লিখিত ঘটনাগুলিকে ইন্দ্রিয়চেতনায় প্রত্যক্ষ করছে না। পূর্বোক্ত দুটি উদাহরণের মতই যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে সিদ্ধান্তে আসছে যে অবিলম্বে তার মৃত্যু ঘটবে, সে ঠাণ্ডায় জমে যাবে, শিশুটি পড়ে যাবে, দুষ্কৃতকারীরা তাকে হত্যা করবে। এখানে বলতে হয় বাস্তবে না হলেও বক্তা ভাবনায় ঘটনার অনুষ্ঠানের বা ঘটনাপ্রক্রিয়ার অবসানমুহূর্তের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে উঠেছে। অনুভূতির তীব্রতার কারণে না ঘটা ঘটনা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। অন্তর্নিহিত যৌক্তিক প্রক্রিয়াটি আর উপলব্ধি করা যায় না ; উপস্থাপিত পরিসরটি হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিসর। এইক্ষেত্রে সাধারণ অতীত নির্দেশ করে নিশ্চয়তা এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ শুধু সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে।

*** আছা ক্রিয়া ("আছ্" ধাতু) ও সাধারণ অতীত :** এযাবৎ আমরা সাধারণ অতীতের যে সমস্ত ব্যবহার তুলে ধরলাম একটি ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়—এই কথা আমরা শুরুতেই বলেছি। এটি হল "*আছা" ক্রিয়া—এই অস্তিত্বহীন ক্রিয়াটি ব্যবহার করতে হচ্ছে যেহেতু কোন ক্রিয়ার আলোচনায় ক্রিয়ার উল্লেখ করতে সেই ধাতুর ব্যবহার করা হয় না, ব্যবহার করা হয় সেই ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা infinitive রূপটি। এখানে আমাদের আলোচ্য আছ্ ধাতু বা এই ধাতুনিষ্পন্ন বিভিন্ন কালরূপ। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য ধাতুর মত এই পঙ্গু ধাতুটির ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপ হয় না, তাই যেভাবে ধাতু থেকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপ গঠন করা হয়, সেইভাবেই আমরা এই অস্তিত্বহীন রূপটি গঠন করেছি আমাদের এই আলোচনার জন্য। "আছ্" ধাতু না বলে আমরা "*আছা" ক্রিয়াই বলব।

এই ক্রিয়াটির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাকে বাংলায় স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে এবং সেই কারণেই এর জন্য পৃথক আলোচনা প্রয়োজন। এই স্বাতন্ত্র্য এককথায় হল এর রূপবৈচিত্র্যের অভাব। এর অসমাপিকা রূপ নেই-*আছা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের মত *আছিলে, *আছিতে, *আছিয়া রূপগুলিরও অস্তিত্ব নেই। তবে আমাদের পক্ষে যা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা হল এই ক্রিয়ার ব্যাকরণগত কালরূপের অভাব ; এর দুটিমাত্র রূপ পাওয়া যায়—বর্তমান ও অতীত। তার মধ্যেও শুধুমাত্র সাধারণ বর্তমান ও সাধারণ অতীতের রূপই পাওয়া যায়। এই ক্রিয়ার কোন ঘটমান, পুরাঘটিত বা নিত্যবৃত্ত রূপ পাওয়া যায় না।

এই ক্রিয়াটি ঘটনাদ্যোতক নয়, এর দ্বারা কেবলমাত্র অসমাপ্ত অবস্থা বা state নির্দেশ করা হয়। উক্ত অবস্থা বা stateএর অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তে হলে সাধারণ বর্তমান ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হবে, বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে হলে সাধারণ অতীত ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হবে। অন্য সব ক্রিয়ার সঙ্গে এই ক্রিয়ার পার্থক্য এই যে এর বিভিন্ন কালরূপ শুধুমাত্র বিবৃতিমুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে কালগত অবস্থান নির্দেশ করে, তার অতিরিক্ত কোন প্রকারগত বৈশিষ্ট্য নয়। কেবলমাত্র অসমাপ্তিদ্যোতক এই ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমাপ্তি-অসমাপ্তির ধারণাটি বা প্রকারগত বৈচিত্র্যের ধারণাটি প্রযোজ্য নয়। প্রথাগত ব্যাকরণে অনালোচিত সাধারণ অতীতের যে সমস্ত প্রয়োগ আমরা তুলে ধরেছি, আমরা দেখেছি তার ভিত্তি এই কালরূপের প্রকারগত বৈশিষ্ট্য—তার সমাপ্তিসূচক চরিত্র। "*আছা" ক্রিয়ার যেহেতু কোন প্রকারভেদ নেই, তাই এযাবৎ সাধারণ অতীতের যে সমস্ত প্রয়োগ আমরা তুলে ধরেছি, এই ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তেমন প্রয়োগ হতে পারে না।

বাকি থাকে বিবৃতিমুহূর্ত থেকে কালগত দূরত্বের প্রশ্নটি। বিচ্ছিন্নবাক্যে স্থিত ক্রিয়ার জন্য প্রযুক্ত সাধারণ অতীত কালরূপ সদ্য অতীত নির্দেশ করলেও, এই ক্রিয়া যখন "*আছা", তখন এই কালরূপ অনির্দিষ্ট অতীত নির্দেশ করে। সেইক্ষেত্রে ক্রিয়ার

অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের অতিনিকটেও হতে পারে, আবার অনেক দূরেও হতে পারে। এই ক্রিয়ার সাধারণ অতীতের সঙ্গে কালবাচক শব্দ বা শব্দবন্ধের ব্যবহারে কোনরকম ব্যাকরণগত বিধিনিষেধ নেই। আমরা বলতে পারি :

(৪৫) **একটু আগেই** সুজিত এখানে **ছিল।**

তেমনি বলতে পারি :

(৪৬) **অনেকদিন আগে** এক রাজা **ছিল ।**

বক্তার দিক থেকে কালগত নৈকট্যনির্দেশকই হোক বা দূরত্বনির্দেশকই হোক, যে কোন কালবাচক শব্দ বা শব্দবন্ধের সঙ্গে "*আছা" ক্রিয়ার সাধারণ অতীতের সহাবস্থান সম্ভব। তাই একক বাক্যে কোন ঐতিহাসিক সত্যের বিবরণ দিতে গেলেও এই ক্রিয়ার সাধারণ অতীত রূপের ব্যবহারে কোনরকম বাধা নেই। ক্যুইজ অথবা সাধারণ জ্ঞানের গ্রন্থের প্রশ্নোত্তরগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যেখানেই এই ক্রিয়ার ব্যবহার ঘটেছে সেখানে কেবলমাত্র সাধারণ অতীতের রূপই ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪৭) ক্লিয়োপাত্রা কোন দেশের রানি **ছিলেন ?** তিনি মিশরের রানি **ছিলেন।**
(৪৮) রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর নাম কি **ছিল ?** বিক্রমাদিত্যের রাজধানী **ছিল** উজ্জয়নী।
(৪৯) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে **ছিলেন ?** জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি **ছিলেন** ।
(৫০) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী **ছিলেন ?** উইনস্টন চার্চিল প্রধানমন্ত্রী **ছিলেন** ।
(৫১) আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন মগধের রাজা কে **ছিলেন?** চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ।

এমনিভাবে উদাহরণ বাড়ানো যেতে পারে কিন্তু দেখা যাবে কোনক্ষেত্রেই সাধারণ অতীতের পরিবর্তে অন্য কোন কালরূপ ব্যবহৃত হতে পারে না। লক্ষণীয় শেষ উদাহরণবাক্যে —যেখানে দুটি ক্রিয়াপদ আছে—সেখানে প্রথম ক্রিয়া "করা"র সাধারণ বর্তমানের রূপটি ব্যবহৃত হলেও, "*আছা" ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ওই কালরূপটি ব্যবহৃত হতে পারে না।

শেষে আমরা সাধারণ অতীতের একটি আলঙ্কারিক প্রয়োগের কথা উল্লেখ করব। এই প্রয়োগ শুধুমাত্র "*আছা" ক্রিয়ার সঙ্গেই ঘটতে পারে।

(৫২) তোমার সঙ্গে একটা কথা **ছিল।**
(৫৩) এই যে দাদারা, দিদিরা আমার কাছে একটা ভালো ধূপকাঠি **ছিল।**
(চলন্ত ট্রেনে, বাসে যাত্রীদের প্রতি হকারের উক্তি)

বক্তা বলতে চাইছে না যে এই মুহূর্তে শ্রোতাকে তার কিছু বলার নেই, অথবা তার কাছে আর ধূপকাঠি নেই। সে নম্রভাবে শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, কোনকিছু চাপিয়ে দিতে চায় না। বর্তমান বাস্তবতার জন্য অতীতের কালরূপ প্রয়োগ করে সে সেই মনোভাবই ব্যক্ত করছে। যার অস্তিত্ব বর্তমানে, তাকে অতীতে কল্প উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে নম্রতা প্রকাশ করছে। সে যেন দেখাতে চাইছে যে শ্রোতার কোন অসুবিধা না হলে, শ্রোতা চাইলে তবেই তার বক্তব্যবিষয় বর্তমান বাস্তবতার অঙ্গ হয়ে উঠবে। শ্রোতা অনুমতি দিলে তবেই সে যা বলতে চায় বলবে, বা ধূপকাঠি দেখাবে। যদি রূঢ়ভাবে শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা বক্তার উদ্দেশ্য হত, যদি তার বক্তব্য শ্রোতার উপর চাপিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য হত তাহলে সাধারণ অতীতের এই আলঙ্কারিক প্রয়োগ হতে পারত না।

এই আলঙ্কারিক প্রয়োগের ভিত্তি সম্পূর্ণভাবেই সাধারণ অতীতের কালগত বৈশিষ্ট্য, প্রকারের এইক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেই।

উপসংহার : এই আলোচনায় দেখা গেল সাধারণ অতীতের যে বর্ণনা প্রথাগত ব্যাকরণে দেওয়া হয়েছে তার প্রয়োগের প্রকৃত ক্ষেত্রটি অনেক বিস্তৃত। সবক্ষেত্রে এই কালরূপ ইংরাজির Simple Pastএর প্রতিরূপ নয়। আমরা দেখলাম এই কালরূপ শুধুমাত্র অতীতে অবস্থান নির্দেশ করে না। এই কালরূপের আলোচনায় আমরা প্রথাগত ব্যাকরণে অনুক্ত "ক্রিয়ার প্রকার" প্রসঙ্গটির গুরুত্ব তুলে ধরেছি—একটি ক্রিয়া বাদে অন্য সবক্ষেত্রে বিভিন্ন কালগত ও ভাবগত প্রয়োগের ঐক্য এই প্রকারগত বৈশিষ্ট্য।

আমাদের বিশ্বাস এই আলোচনা বাংলা ভাষার অবাঙালি বা বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে লাগতে পারে। আমরা সেইসব শিক্ষার্থীদের কথা বলছি যারা বাংলা ভাষায় ভাববিনিময়ের দক্ষতা অর্জন করেছেন, যারা ব্যাকরণসম্মত ভাষায় মনের

ভাব প্রকাশ করার নিয়মাবলী মোটামুটিভাবে আত্মস্থ করেছেন, কিন্তু যাদের সূক্ষ্মতর বিষয়ে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। ক্রিয়ার কাল তেমনই একটি বিষয়। যেসব শিক্ষার্থীরা বঙ্গভাষী সমাজে বাস করছেন না, যাদের বাংলাভাষীদের সঙ্গে নিয়মিত আদানপ্রদানের সুযোগ নেই যাদের বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠ্যগ্রন্থের উপরই নির্ভর করতে হয় তাঁদের পক্ষে কালরূপের সমস্ত ব্যবহার আয়ত্ত করা কঠিন। শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থে খুঁজে পাবেন না। এইজন্য বাংলা ভাষার কালরূপের আরও বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এই নিবন্ধে আমরা একটি কালরূপের আলোচনা করলাম। এই আলোচনা যদি সেইসব শিক্ষার্থীদের সামান্যতম উপকারে লাগে তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

উল্লেখপঞ্জী :

১) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা রূপা, ১৯৮৮, পৃ ৩২১
২) তদেব, পৃ ৩১৭
৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বাংলাভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ ৫৯৬
৪) Dimmock Edward : Introduction to Bengali, Part– I, University of Chicago, Honolulu, East West Centre Press, 1964, p 135
৫) সিংহ, কালীপ্রসন্ন : আদিপর্ব্ব, মহাভারত, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন/ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৩৮০, পৃ ১৯১
৬) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র : রাজসিংহ, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, উপন্যাসখণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন/ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা-দূরীকরণ সমিতি, ১৩৮০, পৃ ৬৩০
৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বউ-ঠাকুরাণীর হাট, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ, ৬৯৩
৮) দাস, রমাপ্রসাদ : কৃতিসাধক কথা, কথার কর্ম ও অপকর্ম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ ৯- ২০
৯) সিংহ, কালীপ্রসন্ন : সভাপর্ব্ব, মহাভারত, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন/ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৩৮০, পৃ ৪৮
১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বীরপুরুষ, শিশু, রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ ২৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। দাশগুপ্ত, প্রবাল : কথার ক্রিয়াকর্ম, কলিকাতা, দেজ পাব্লিশার্স, ১৯৮৭
২। ভট্টাচার্য, সুভাষ : বাংলা ভাষার সাত সতের, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭
৩। শ, রামেশ্বর : ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৪০৩, বঙ্গাব্দ
৪। Austin, J.L. : *How to do things with words*, London, Oxford University Press,1962
৫। Comerie, B. : *Tense*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998
৬। Leech, G.N. : *Meaning and the English Verb*, London, Longman, 1971
৭। Palmer, F.R.: *The English Verb*, London and New York, Longman, 1987